بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে শয়তানের সাথে এটি আমাদের শেষ যুদ্ধ, কিন্তু আমরা যদি আমাদের কর্মের মাধ্যমে আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং যু বক শ্রেণীকে ওহদাদারদের আচরণের কারণে শয়তানের সহানুভূতির থাবায় আবদ্ধ করি তাহলে এমন ওহদাদার পুরুষ হোক বা নারী তারা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হবে না বরং শয়তানের সাহায্যকারী হবে। তাই সকল পদাধিকারী বা পদাধিকারিণীর চেষ্টা করতে হবে সে যেন শয়তানের আক্রমণ থেকে নিজেকেও রক্ষা করে আর জামাতকেও।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক সুইডেনের নাসের মসজিদ হতে প্রদত্ত ২০ই মে ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ ۚ وَمَنۡ يَّتَّبِعۡ خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاۡمُرُ بِالۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡكَرِ ؕ
وَلَوۡلَا فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنۡكُمۡ مِّنۡ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ

(সূরা আন্-নূর: ২২)

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে ব্যক্তিই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তার জানা উচিত যে, শয়তান নির্লজ্জতা এবং অপছন্দনীয় বিষয়েরই নির্দেশ দেয়। যদি তোমাদের প্রতি খোদার রহমত না হতো তাহলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান পবিত্র করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা সর্বশ্রোতা এবং সর্ব জ্ঞানী।

আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত ছাড়া অন্যান্য স্থানেও আদম সন্তান এবং মু'মিনদের শয়তানকে বর্জন এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ হলো শয়তান খোদা তা'লার প্রতি অবাধ্য, আল্লাহ্র নির্দেশের বিরোধী কাজ করে, তাঁর নির্দেশের প্রতি বিদ্রোহ করে। আর এটি স্পষ্ট কথা, যে খোদার অবাধ্য এবং খোদর নির্দেশের বিরুদ্ধে চলে সে, যারা তার অনুসরণ করে, তাদেরকেও তা-ই শেখাবে যা সে নিজে করে। আর এর সহজাত ফলাফল যা দাঁড়াবে তা হলো, শয়তান নিজে জাহান্নামের ইন্ধন তো বটেই, যারা তার অনুসরণ করে তাদেরকেও সে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করে। আল্লাহ্ তা'লা শয়তানকে সম্বোধন করে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করবো, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর স্পষ্টভাবে এসব কিছু বলার পর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এরপরও কি মানুষ বোঝে না যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তাই এই শত্রু সম্পর্কে সাবধান থাক। মানুষের এক শ্রেণী এমন রয়েছে যারা ধর্মের কিছুই জানে না, তারা এটিও বোঝে না যে, জান্নাত এবং জাহান্নামের স্বরূপ কী। খোদার সত্তায়ও তাদের বিশ্বাস নেই। তারা ধর্মের কথা বোঝেও না আর বোঝার চেষ্টাও করে না। এমন মানুষ নিঃসন্দেহে শয়তানেরই অনুসারী। কিন্তু কিছু এমন মানুষও রয়েছে যারা ঈমান আনার দাবি করা সত্ত্বেও, মু'মিন হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও শয়তানের অনুসরণ করে বা অজান্তে বা অবচেতন মনে এমন কাজ করে, অথবা খোদার ক্রোড়ে পুরোপুরি আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা না করে শয়তানের অনুসারী হয়ে যায় বা হয়ে যেতে পারে। সে কারণেই আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে মু'মিনদের সতর্ক করে বলছেন যে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। মু'মিনদের সাবধান করছেন, এই কথা মনে করো না যে, আমরা ঈমান এনেছি, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি তাই এখন আমরা চিন্তামুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, শয়তানের আক্রমণের আশঙ্কা এখনো একইভাবে বিরাজমান, মু'মিনরাও শয়তানের হামলার শিকার হতে পারে বা তার থাবার শিকার হতে পারে, যেভাবে এক অ-মু'মিন হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক হলো শয়তানের আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার জন্য সবসময় খোদাকে স্মরণ রাখা। অতএব আজ পৃথিবীতে আমরা এসবকিছুই ঘটতে দেখছি। এমনকি যারা ঈমানের দাবি করে তারাও শয়তানের অনুসরণ করছে, অথচ আল্লাহ্ তা'লা সতর্ক করেছিলেন এবং সাবধান করেছিলেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অর্থাৎ যে জেনেশুনে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম (সূ রা আন্-নিসা: ৯৪) । আজকাল মুসলিম বিশ্বে যা কিছু ঘটছে এটি কী? পরস্পরের শিরোচ্ছেদ করে এরা শয়তানেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। এমনিতেও বিনা কারণে কাউকে হত্যা করা এবং উগ্রপন্থীরা বিনা কারণে যাদেরকে হত্যা করছে এসবই শয়তানী কার্যকলাপ আর এসবই জাহান্নামের দিকে

নিয়ে যায়। অথচ শয়তানের প্ররোচনায় জান্নাতে যাওয়ার নামে তারা এসব করে। শয়তান বলে, এমন অপকর্ম কর তাহলে জান্নাতে যাবে, আর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এ কাজ করলে জান্নাতে নয় বরং জাহান্নামে যাবে কেননা তোমরা শয়তানের অনুসরণ করছো।

হুযুর (আইঃ) বলেন, কেবল কট্টরপন্থী এবং উগ্রপন্থী আর হন্তারকরাই শয়তানের অনুসারী নয় বরং মানুষ যদি খোদার কোন সামান্য বা ছোট নির্দেশ কেও অবজ্ঞা করে তাহলে সে আসলে শয়তানের দিকেই অগ্রসর হয়। তাই অনেক বেশি সবাধান থাকতে হবে। প্রকৃত মু'মিন হতে হলে অনেক সাবধান হতে হবে। শয়তান যখন আক্রমন করে, সে যখন মানুষকে প্ররোচিত করে বা বিভ্রান্ত করে, সেই বিভ্রান্তি এমন নয় যা মানুষ সহজে বুঝতে পারবে বা শয়তান যখন মানুষকে বিভ্রান্ত করে বা পাপে প্ররোচিত করে, আল্লাহ্র নির্দেশের অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় তখন প্রকাশ্যে এটি বলেনা যে, অবাধ্য হও বা আল্লাহ্ থেকে দূরে চলে যাও বা এই পাপ কর, বরং সে নেকী বা পুণ্যের ছদ্মাবরণে পাপ করায় আর আদমকেও সে যখন আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করিয়েছিল তখন পুণ্যের নামেই করিয়েছিল। আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তা এই কথার ওপরও আলোকপাত করে যে, কিভাবে পাপের প্রসার হয় আর কিভাবে পাপ এক স্থান থেকে প্রসার লাভ করতে করতে এক ব্যপক এলাকাকে পরিবেষ্টন করে। মানুষ যখন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর পাপের ময়দানে এক পদক্ষেপের পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেয়, এর অর্থ হলো সে পাপের প্রসার করছে।

হুযুর (আইঃ) বলেন, এই সমাজে পর্দার বিরুদ্ধে অনেক উচ্চবাচ্য করা হয়, আর তাদের দৃষ্টিতে এই উচ্চবাচ্য করা কোন পাপ নয় বরং এরা বলে যে, এ সম্পর্কে কোন শরীয়তের নাক গলানোর প্রয়োজন ছিল না। আর কোন কোন মেয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং ভাবে যে, পর্দা করলে মানুষ কি বলবে । তখন এরা পর্দায় শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কিন্তু তখন যে মেয়ে বা মহিলা পর্দা খুলে ফেলে তাদের এ কথা মনে থাকে না যে, এটি এমন একটি নির্দেশ যার কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে। আশৈশব পিতা-মাতার মেয়েদের মাঝে এই কথাই গ্রথিত করা উচিত যে, ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ না করলে লজ্জা পাওয়া উচিত, খোদার নির্দেশ মানতে গিয়ে লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে ছেলেদের মাঝেও সমাজের স্বাধীনতার করণে কিছু এমন পাপ রয়েছে যা নীরবে মানুষের মাঝে অনুপ্রবেশ করে। এক ছেলে যখন এমন পাপে জড়িয়ে যায় তখন অন্যান্য পাপও তাদের মাঝে স্থান করে বা তাদের হৃদয়ে ঘর করে নেয় আর তারা এমন পাপে জড়িয়ে যায়। সুতরাং শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ঘরেই আমাদের এমন দূর্গ গড়ে তুলতে হবে যে, তার প্রতিটি হামলা থেকে শুধু নিরাপদ থাকলেই হবে না বরং তার আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা উত্তরও তাকে দিতে হবে। শয়তানের স্নেহ এবং ভালোবাসাকে ভালোবাসা মনে করে সেটিকে নিজেদের জীবনে নাক গলাতে দেবেন না বরং প্রতিটি মুহূর্ত ইস্তেগফারে রত থেকে খোদার নিরাপত্তার দূর্গে স্থান পাওয়ার জন্য প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা উচিত। শয়তান থেকে বাঁচার বা নিরাপদ থাকার সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল হলেন আল্লাহ্ তা'লা। অতএব বিভ্রান্তির শিকার এই যুগে ইস্তেগফার করে খোদার আশ্রয়ে স্থান পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ইস্তেগফারই সেই মাধ্যম যার ফলে মানুষ খোদার পবিত্র আশ্রয়ের গন্ডিতে স্থান পেতে পারে। কোন মানুষ জেনেশুনে কোন পাপে জড়ায় না। শয়তান প্রথমে নেক কর্মের লোভ দেখিয়েই বা নেকীর লোভ-লিপ্সা প্রদর্শন করেই আল্লাহ্ র ফযল থেকে বের করে। সুতরাং এই সমাজে আহমদীদের বিশেষভাবে সাবধান থাকার প্রয়োজন রয়েছে যেখানে স্বাধীনতার নামে ছেলে মেয়ের স্বাধীন মেলামেশা বা দৃষ্টির আড়ালে মেলামেশাকে কোন প্রকার অন্যায় মনে করা হয় না। শুধু নির্বোধ ছেলেমেয়েদের কারণেই পাপের প্রসার ঘটছে না বরং এটিও দেখা গেছে যে, বিবাহিত লোকদের মাঝেও স্বাধীনতা এবং বন্ধুত্বের নামে ঘরে অবাধ আনাগোনা, অবাধ মেলামেশা সমস্যার কারণ হয় এবং ঘর নষ্ট হয়।

হুযুর (আইঃ) বলেন, আজকাল বিভিন্ন পাপের মাঝে টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটও রয়েছে যার সাথে অনেক পাপের সম্পর্ক। অধিকাংশ ঘরের কথা চিন্তা করে দেখুন, আজকাল ছোট থেকে বড় পর্যন্ত অধিকাংশ ঘরের মানুষ ফজরের নামায এজন্য পড়ে না যে, রাত দু পুর পর্যন্ত তারা টেলিভিশন দেখে বা ইন্টারনেটে বসে থাকে আর নিজের পছন্দের অনুষ্ঠান দেখতে থাকে যার ফলে সকালে তাদের চোখ খুলে না, বরং এমন লোকদের সকালে নামায পড়ার প্রতি মনোযোগই থাকে না। এই দুটি বিষয় এবং এ ধরণের বাজে কার্যকলাপ এমন যে, তা কেবল দুএকবারই আপনাদের নামায নষ্ট করে না বরং যাদের অভ্যাস হয়ে যায় তাদের নিত্যদিনের একই ব্যস্ততা যে, রাত দুপুর পর্য ন্ত প্রোগ্রাম দেখতে থাকে বা ইন্টারনেটে বসে থাকে আর ফজরের সময় নামাযের জন্য উঠা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যায় বরং উঠবেই না এবং অনেকে এমনও আছে যাদের দৃষ্টিতে নামাযের কোন গুরুত্বই নেই। নামায যে একটি মৌলিক দায়িত্ব যা পড়া সর্বাবস্থায় আবশ্যক, এমনকি যুদ্ধ, কষ্ট বা রোগ ব্যধির মাঝেও বসে নামায পড়তে হলেও বা শায়িত অবস্থায় পড়তে হলেও বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে এবং সফরে কসর করে হলেও নামায পড়তে হয়। সাধারণ অবস্থায় বা শান্তির সময় তো পুরুষদের বাজামাআত এবং মহিলাদেরও সময়মত নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু শয়তান কেবল একটি জাগতিক অনুষ্ঠানের লোভে মানুষকে নামায থেকে দূরে নিয়ে যায়। অনেক ঘরে অশান্তির কারণ হলো স্ত্রীর অধিকার প্রদান করা হচ্ছে না, সন্তান সন্ততির প্রাপ্য দেওয়া হচ্ছে না, আর এর কারণ কী? কারণ হলো, পুরুষ রাতের বেলা টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটে বাজে

অনুষ্ঠানে রত হয়ে যায়। সুতরাং এক আহমদী পরিবারের এসব রোগ-ব্যধি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত। রসূলে করীম (সা.) মু'মিনদের শয়তান থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে কত যে চিন্তিত থাকতেন! তিনি (সা.) আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন, "হে আল্লাহ্! আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসা সঞ্চার কর, আমাদের সংশোধন কর, আমাদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তার পথে পরিচালিত কর, অমানিশা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদেরকে আলোর পানে পরিচালিত কর, আমাদেরকে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা থেকে মুক্ত কর, আর আমাদের জন্য আমাদের কানে, চোখে, হৃদয়ে আমাদের স্ত্রীদের এবং সন্তান-সন্ততির মাঝে কল্যাণ রেখে দাও, আমাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিপাত কর, কেননা তুমিই তওবা গ্র হণকারী এবং বার বার কৃপাকারী। আমাদেরকে তোমার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং সেই নিয়ামতের কথা স্মরণকারী এবং তা গ্রহণকারী বান্দায় পরিণত কর। হে আল্লাহ্ ! আমাদের ওপর তোমার নিয়ামতকে পূর্ণতা এবং উৎকর্ষতা দান কর।" অতএব এই হলো সেই দোয়া যা সকল জাগতিক অন্যায় বিনোদন থেকে বিরত রাখা এবং সকল বৃথা কার্যকলাপ এবং শয়তানী আক্রমণ থেকে বিরত রাখার জন্য শেখানো হয়েছে।

হুযুর (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ দিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আধ্যাত্মিক প্রোগ্রাম এবং জ্ঞানে উন্ন তির জন্য ওয়েবসাইটও দিয়েছেন, যদি আমরা এদিকে বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করি কেবল তবেই আমাদের দৃষ্টি সে দিকে থাকবে যার ফলে আমরা খোদার নিকটতর হব এবং শয়তান থেকে মুক্ত থাকব। কিন্তু এ কথা প্রত্যেক আহমদী পরিবারকে আবশ্যক করে নিতে হবে যে, পুরো পরিবার সম্মিলিতভাবে প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত পক্ষে খুতবা যেন অবশ্যই শোনে আর কমপক্ষে দৈনিক এক ঘন্টা যেন এমটি-এর অন্যান্য হুযুর (আইঃ) বলেন, এছাড়া পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তান-সন্ততিকে মসজিদের সাথে সম্পৃ ক্ত করা, অঙ্গ-সংগঠনের কাজে যুক্ত করা। এখানে আমি অঙ্গ-সংগঠন এবং জামাতী ব্যবস্থাপনাকে বলব, বিশেষ করে অঙ্গ-সংগঠনগুলোকে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে, কেননা তাদের সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে দেখাশুনা করতে হবে। বিশেষ গ্রুপের সাথে তাদের সম্পর্ক, তাই সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভ ব। খোদ্দামদের দায়িত্ব হবে খোদ্দামদের দেখাশোনা করা, লাজনাদের দায়িত্ব হবে লাজনাকে নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষ করে আতফাল এবং সদ্য যৌবনে পদার্পনকারী খোদ্দামদের সঠিক পথে পরিচালিত করা আবশ্যক। এটি অঙ্গ সংগঠনগুলোর অনেক বড় একটি দায়িত্ব, জামাতের সাথে তাদের সম্পর্কের ভীতকে দৃঢ় করা। খোদ্দামদের উচিত হবে খোদ্দামদের সমন্বয়ে এমন টীম গঠন করা যারা বিভিন্ন রুচী এবং আকর্ষণের খোদ্দামদেরকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করবে। অনুষ্ঠান দেখে। যেসব ঘরে এই নির্দেশ মেনে চলা হচ্ছে সেখানে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে দেখা যায় যে, পুরো পরিবার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট, সন্তান-সন্ত তিরাও ধর্ম শিখছে আর বড়রাও, এটি মেনে চললে যেখানে ধর্মীয় লাভ হবে সেখানে শয়তানের সাথেও দূরত্ব সৃষ্টি হবে, খোদার নৈকট্য অর্জনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। ঘরের শান্তি এবং প্রশান্তিও ফিরে আসবে আর কল্যাণ এবং বরকতও লাভ হবে যেভাবে মহানবী (সা.) দোয়ায় শিখিয়েছেন।

হুযুর (আইঃ) বলেন, এছাড়া পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তান-সন্ততিকে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করা, অঙ্গ-সংগঠনের কাজে যুক্ত করা। এখানে আমি অঙ্গ-সংগঠন এবং জামাতী ব্যবস্থাপনাকে বলব, বিশেষ করে অঙ্গ-সংগঠনগুলোকে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে, কেননা তাদের সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে দেখাশুনা করতে হবে। বিশেষ গ্রুপের সাথে তাদের সম্পর্ক, তাই সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। খোদ্দামদের দায়িত্ব হবে খোদ্দামদের দেখাশোনা করা, লাজনাদের দায়িত্ব হবে লাজনাকে নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষ করে আতফাল এবং সদ্য যৌবনে পদার্পনকারী খোদ্দামদের সঠিক পথে পরিচালিত করা আবশ্যক। এটি অঙ্গ সংগঠনগুলোর অনেক বড় একটি দায়িত্ব , জামাতের সাথে তাদের সম্পর্কের ভীতকে দৃঢ় করা। খোদ্দামদের উচিত হবে খোদ্দামদের সমন্বয়ে এমন টীম গঠন করা যারা বিভিন্ন রুচী এবং আকর্ষণের খোদ্দামদেরকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করবে। সুতরাং ওহ্দাদারদের আচার-আচরণ এমন হওয়া উচিত, যেন তা স্নেহের সাথে তাদেরকে জামাতের কার্যকলাপের সাথে সম্পৃ ক্ত করে, মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে। আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি এ জন্য যে, এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে শয়তানের সাথে এটি আমাদের শেষ যুদ্ধ, কিন্তু আমরা যদি আমাদের কর্মের মাধ্যমে আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং যু বক শ্রেণীকে ওহদাদারদের আচরণের কারণে শয়তানের সহানুভূতির থাবায় আবদ্ধ করি তাহলে এমন ওহদাদার পুরুষ হোক বা নারী তারা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হবে না বরং শয়তানের সাহায্যকারী হবে। তাই সকল পদাধিকারী বা পদাধিকারিণীর চেষ্টা করতে হবে সে যেন শয়তানের আক্রমণ থেকে নিজেকেও রক্ষা করে আর জামাতকেও।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা যেই অনুগ্রহ করেছেন সেটি বুঝতে হবে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি সচেতন বুদ্ধিমান আহমদীর, যুবক ও যুবতী মেয়েদের এই কথা মাথায় রাখতে হবে যে, খোদা তা'লা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন, আহমদী ঘরে তাদের জন্ম হয়েছে, তাই তার কোন বড় বা নামধারী বুযুর্গ বা কোন পদাধিকারীর আচরণের কারণে ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয় বরং শয়তানকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে তাকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহয্যকারী হতে হবে। আর এর জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে হবে।

অনুরূপভাবে বিশেষ করে যাদের ওপর ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে, জামাতের বন্ধুদের তরবীয়তের দায়িত্ব যাদের ওপর রয়েছে, তাদের উচিত হবে নিজেদের কথা এবং কর্মকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত করা আর বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার কাছে দোয়া করা যে, তাদের কারণে কেউ যেন শয়তানের কোলে গিয়ে আশ্রয় না চায় বা না পায় এবং কোন ভাবে কোন ব্যক্তি যেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইস্তেগফারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা ইস্তেগফারের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়েছেন যেন প্রতিটি পাপের জন্য, তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য, সেই পাপের কথা সে জানুক বা না জানুক, হাত, পা, জিহ্বা, নাক, কান এবং চোখের সাথে সম্পৃক্ত পাপ থেকে যেন ইস্তেগফারে রত থাকে। আজকাল আদম (আ.)-এর দোয়া করা উচিত,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'(সূরা আল্-আ'রাফ: ২৪)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর আর কৃপা না কর তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। আরেক জায়গায় আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন, হে প্রিয়গণ! খোদার নির্দেশাবলীর অবমূল্যায়ন কর না, বর্তমান দর্শনের বিষক্রিয়া যেন তোমাদের বিষিয়ে তুলতে না পারে। এক শিশুর মত তাঁর নির্দেশের অধিনে জীবন যাপন কর, নামায পড়, নামায পড় কেননা তা সকল শক্তি লাভের চাবিকাঠি। যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও প্রথাগতভাবে নামায পড়বে না বরং নামাযের পূর্বে যেভাবে বাহ্যত ওযু কর অনুরূপভাবে এক অভ্যন্তরীন ওযুও কর, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গায়রুল্লাহ্র অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনে নত হওয়া থেকে রক্ষা কর। বাহ্যত পানি দ্বারা যেভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তুমি ধৌত কর অনুরূপভাবে তোমার হৃদয়কে, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গায়রুল্লাহ্র কলুষ থেকে মুক্ত রাখ আর এভাবে তুমি উভয় ওযুর সাথে দাঁড়াতে পারবে। নামাযে অনেক দোয়া কর, আকুতি-মিনতি, আহাজারিকে অভ্যাসে পরিণত কর যেন তোমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হয়। সত্য অবলম্বন কর, সত্য অবলম্বন কর কেননা তিনি তোমাকে দেখছেন। সব বিষয়ে সত্য এবং সততার পন্থা অবলম্বন কর। প্রতিটি মুহূর্তে চিন্তা কর যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, তিনি দেখছেন যে, তোমাদের হৃদয় কেমন, তাঁকে কি কেউ প্রতারিত করতে পারে? তাঁর সামনেও কি ধূর্ততা কোন কাজে আসে? চরম দুর্ভাগা মানুষ নিজের নোংরা কার্যকলাপে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেন তার দৃষ্টিতে খোদাই আর নেই, এমন মানুষকে তখন অচিরেই ধ্বংস করে দেয়া হয় আর আল্লাহ্ তার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন না। হে প্রিয়গণ! নিরেট যুক্তি হলো এক শয়তান আর এই বস্তু জগতের অন্তঃসারশূন্য দর্শন হলো এক ইবলিস। শুধু যুক্তি, কারণ, এই বিষয়গুলো শয়তানী কথাবার্তা, এগুলো বিষয় নয়, খোদাকেও সন্ধান করতে হবে। এগুলো ঈমানী জ্যোতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, শুধু যুক্তি এবং দর্শনের অন্ধ অনুকরণ করলেই ঈমানের জ্যোতি হ্রাস পাবে এবং এর ফলে ধৃষ্টতা সৃষ্টি হয় আর মানুষকে প্রায় নাস্তিকতার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়। তাই এসব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখ। এমন হৃদয় সৃষ্টি কর যা দ্বীন হীন এবং যা বিনয়াবনত। কোন উচ্চবাচ্য না করে নির্দেশাবলীর মান্যকারী হও। কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করে খোদার নির্দেশ মান্যকারী হও, যেভাবে এক শিশু মায়ের কথা মেনে থাকে। কুরআন আমাদেরকে তাকওয়ার উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছাতে চায়, সেদিকে কর্ণপাত কর এবং সে অনুসারে নিজের মাঝে পরিবর্তন আন।

আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমরা যেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে নিজেদের রক্ষাকারী হই, খোদার কাছে সিজদাবনত হয়ে তাঁর সাহায্য যাচনা করে তাঁর নির্দেশ মান্যকারী হই এবং কুরআনের শিক্ষা অনুসরণকারী হই। আর এই বিষয়ে আমরা যেন খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হই যে, খোদা তা'লা আমাদেরকে তাঁর সেই প্রেরীত পুরুষকে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যার কাজ হলো শয়তানকে পরাস্ত করা। আমরা যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে কৃত বয়আতের দায়িত্ব পালন করে শয়তানের প্রতিটি আক্রমণকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 20th May, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B